দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 1-2 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

উপবৃত্তিজনিত বেতন ঘাটতির সমহারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক

বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনে বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর অধ্যয়ন সম্পন্ন হয়ে থাকে। 'স্বীকৃতি' লাভের পর থেকেই শর্ত সাপেক্ষে বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীরা বর্তমানে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু এমপিওভুক্তির আগপর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের যৎসামান্য পারিশ্রমিক পাওয়ার একমাত্র উৎস হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বেতন। কিন্তু মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগই উপবৃত্তিধারী ছাত্রী থাকায় মোটা অংকের বেতন ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে নন-এমপিও শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষক-কর্মচারীগণ উপযুক্ত শ্রম দিয়েও ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষাঙ্গন অধিকতর সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

উপবৃত্তিধারী ছাত্রীরা নির্ধারিত হারে অর্থলাভের পাশাপাশি মাসিক বেতন আফের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করে থাকে। কিন্তু এর স্থলে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়- তা প্রচলিত ছাত্র বেতনের চেয়ে অনেক কম। মফস্বল শহরে এমপিওভুক্ত কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে প্রতি ছাত্রের মাসিক বেতন দিতে হয় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। অথচ প্রতি উপবৃত্তিধারী ছাত্রীর জন্য মাসিক এ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় মাত্র ৪০ টাকা! নন-এমপিওভুক্ত কলেজ চালাতে ছাত্র বেতন প্রথমোক্ত হারের চেয়ে কম রাখা সম্ভব নয়। অথচ উপবৃত্তিজনিত বেতন ঘাটতি এসবের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে মানবেতর জীবনে ঠেলে দিয়ে বেসরকারী শিক্ষার সুষ্ঠ বিভাগকে অসাধ্য করে তুলছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের উপর এহেন বেতন ঘাটতির নেতিবাচক প্রভাবের কুফল পূর্ণ বেতনদাতা ছাত্র-ছাত্রীদেরও ভোগ করতে হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকাটাও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক বাবদ ব্যয় করা হয় না।

১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক, এডিপি ও সরকার এদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে। পরে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত তা সম্প্রসারণ করা হয়। শর্তাবলী শিথিল করে উপবৃত্তির পরিমাণ চার-পাঁচ গুণ ও সংখ্যা 'বাড়াতে' সরকারের কাছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুপারিশ করেছে বলে একটি জাতীয় দৈনিকে ২৬ নভে: '০৭ এ খবর বেরিয়েছে। কিন্তু ছাত্র বেতন ঘাটতির পরিমাণ আরো বেড়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও নন-এমপিও শিক্ষাঙ্গনগুলোর অস্তিত্ব আরো সংকটময় করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

'স্বীকৃতি'-প্রাপ্ত শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষক-কর্মচারীগণও আর্থিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, অথচ বছরের পর বছর এমপিওভুক্ত না হওয়ায় তাদের অস্তিত্ব আজ একেবারেই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় সদাশয় সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আকুল আবেদন, বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার, বিশেষ করে নন-এমপিও ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষাঙ্গনে। উপবৃত্তিধারীদের মাফকৃত মাসিক বেতনের সমহারে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং তা শিক্ষক কর্মচারীদের পারিশ্রমিক বাবদ ব্যয় করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হোক।

-সৈয়দা শামছুন নাহার
প্রভাষক, পৌরনীতি
মোমেনশাহী কলেজ,
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।